পরিণতি

সুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মনুমেন্টের ওপরে উঠে অনিমেষের মনে হলোকলকাতাটা অনেক বড়। যে দিকে তাকাও, তার পরেও কলকাতা। শুধু বাদ গঙ্গ ারদিকটা তার এপারেই শহরের শেষ সীমানা। তবে সেদিকটা সবচেয়ে সুন্দর।অনেকক্ষণ ধরেই একটা আড়াআড়ি লঞ্চকে নজর র াখছিল অনিমেষ, পাশেইদাঁড়িয়ে ছিলো সমিতা। ঘাড় ঘুরিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে সমি? ঐ যে ট্রাম লাইনটা একটানাখিদিরপুরের দিক থেকে আসছে সেটা ধরেই অনিমেষ আর সমিতা এতক্ষণআসছিলো, এরপর কোথায় যাবে না কি একটা ভাবছিলো অনিমেষ, হঠাৎ সমিতারচিৎকারে তার ছেদ পড়ল। দেখ দেখ মনুমেন্টের মাথায় লোক উঠেছে! আরেসত্যি তো! অ াসলে এই ব্যাপারটা অনিমেষের কাছেও নতুন। এতদিন কলকাতায়আছে সে অথচ মনুমেন্টের ওপরে ওঠা তার কোন দিন হয়ে ওঠেনি। ধর্মতলা থেকেঅনিমেষ মাঝে মাঝে দেখেছে মনুমেন্টের মাথায় অনেক লিলিপুট মানুষ, কিন্তু সেদিন হয়তো তেমন ওপরে ওঠ ার ইচ্ছে করেনি, আবার যেদিন হাতে অনেক সময় সেদিন গেট বন্ধ, তাই ওঠা হয়নি। আজ তাহলে গেট খোলা--চল যাবে ওপরে? প্রশ্নটাদুজনেই দুজনকে এমন একসাথে করল যে প্রাথমিক অবাক হওয়ার পালাকাটিয়ে উঠে অনিমেষ আর সমিতা দু'জনেই হেসে উঠলো দু'জনেরদিকে তাকিয়ে। এমনটা হয় মাঝে মাঝে। হয় কাকতালীয় ভাবে, তা নয়তোমনে মনে খুব মিল থাকলে। অনিমেষ আর সমিতার ক্ষেত্রে হয়ত দ্বিতীয়টা সত্যিছিলো। ওদের ধারণা ছিল ওপরে উঠলে নিশ্চয়ই গেটে টিকিট কাটতে হয়,কই তেমন তো কিছু হল না। মাঝামাঝির একটু ওপরে থেকেই সমিতাহাঁফাচ্ছিল। মাঝে অনিমেষ দু একবার তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল নেমেযাওয়ার, কিন্তু সমিতারই উৎসাহ বেশি। ওপরে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপদেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল ওকে। অনিমেষই প্রথম নীরবত াভাঙল, কেমন লাগছে সমি? ভালো। ছোট্ট করে জবাবটা ফিরিয়ে দিল সমিতা।অনিমেষ ভাবছিল সমিতার কি হল, এত চুপচাপ কেন? এমনিতে ও যা কথা বলে।মাঝে মাঝে তো অনিমেষ ওর কথার পর কথায় অস্থির হয়ে ওঠে। সমি,তোমার কি শরীর খারাপ ল াগছে? কই না তো। তাহলে এত চুপচাপ যে।অল্প একটু হাসল সমিতা। বলল, এমনি। সেই রাস্তায় যে ভাবনাটা অনিমেষেরমাথায় চেপেছিল, সেটা আবার ফিরে এল। এরপর কোথায় যাওয়া হবে?সমিতাকে তো ও ভালো করে চেনে। বেশিক্ষণ একজায়গায় থ াকতেকিছুতেই রাজী নয়। নেহাৎ এতগুলো সিঁড়ি পেরোতে হয়েছে বলে এখনওচুপচাপ আছে। এক্ষুণি বলবে এবার নামো তখন? যে লঞ্চটা এতক্ষণ ধরেপারাপার করছিল, সেটা এইমাত্র এপারে এসে ঠেকেছে। সেদিকে দেখতে দেখতেহঠাৎ অনিমেষের মনে পড়ল সেই মতলবটা। সমি ঐ দ্যাখো একটা লঞ্চ এক্ষুণিএপাড়ে এল। তোমার মনে আছে, ডিসেম্বরের সেই মজার ব্যাপারটা। রাগ র াগচোখে সমিতা তাকালো অনিমেষের দিকে যেন অনিমেষই পুরোটা দোষী, তারজন্য। বারে মনে থাকবে না কেন? খুব মজা হয়েছিলো সেদিন। তবে আমার না,তোমার। কী আশ্চর্য, সেদিনের পর থেকে সমিতা মাঝে মাঝেই তাকে কথাশুনিয়েছে এ নিয়ে অথচ লঞ্চে করে বোটানিকাল গার্ডেন যাওয়ারপ্রস্তাবটা কার ছিল, ওর না অনিমেষের। লঞ্চে করে যে গার্ডেন যাওয়া যায় এটাও অনিমেষেরজানা ছিলো না, সমিতাই কোত্থেকে যোগাড় করে নিয়ে এসেছিলো খবরটা।বোটানিকস্ এ যাওয়াও হয়নি অনেক দিন অ ার তাছাড়া সমিতাও বলছে এত করেতাই অনিমেষ রাজী হয়েছিলো সে প্রস্তাবে। সমিতাই অনিমেষকেপাঠিয়েছিল। ফেরার লঞ্চ কখন আছে জিজ্ঞেস করে আসতে। একটা ছেলেকে দেখেলঞ্চের লোক বলে মনে হয়েছিল অনিমেষের। সেই বলেছিলো ফেরার লঞ্চ সাড়েপাঁচটায়। তারপর সেই পুরোন বটের আসল ঝুড়ি কোনটা সে নিয়েগবেষণা করতে করতে জলে ভাসা থালার মতো পাত াগুলো সত্যি সত্যিই জলেডোবে কিনা তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো ঠিকইতবু ওরা তো সাড়ে পাঁচটার অ াগেই লঞ্চঘাটে পৌঁছেছিল। কিন্তু বাবুঘাটফেরার শেষ লঞ্চ তার আধ ঘন্টা আগেই ছেড়ে চলে গেছে। হাওড়ার জ্যাম যে কিজিনিষ তা সেই দিন ওরা ভালো করে বুঝেছিল। বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম এইঅজুহাতে অনিমেষ সহজেই পার পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অত দেরি করে ফেরারকৈফিয়তে সমিতাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল। চল নামব এবার। সেকি সমি, এই তো দশ মিনিট হল এলে। না আর ভালো লাগছে না। এমনটা যে হবেই,সেটাও অনিমেষের জানা। তবে ওঠার সময়ে যা পরিশ্রম হয় নামার সময় বোধ হয়তার অর্ধেকও হয় না। নীচ থেকে মনে হয় মনুমেন্টটা আরও উঁচু তাই নাঅনিমেষ। তাই হয়তো। কিন্তু সমি এবার কোথায় যাবে? কেন লেক? এই বিকেলে?বাসে কি ভীড় দেখছো তো। তাছাড়া ওখান থেকে খিদিরপুর ফিরবে কি করে।বাসে করে, বাস তো অ াছেই। আর এখন যাব মেট্রো রেলে, বেশ আকাশ থেকেপাতাল অভিযান হবে একটা। আরে তাই তো ভালো বলেছো কথাটা।

ট্রয় ট্রেনের দৌলতে আজকাল রবীন্দ্রসরোবরে বেশ ভীড়হয়। অনেকটা পথ পেরিয়ে ওরা যখন স্বপ্নপুরী স্টেশনের সামনেএল, একটা ট্রেন তক্ষুণি স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে নানা রঙের বাচ্ছাদের বয়েনিয়ে। কী সুন্দর না অনিমেষ? লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চ

ারজনেরএকটা দল উঠে যাওয়ায় একটা বেঞ্চ ফাঁকা পেয়ে গেল ওরা। অনেকক্ষণকোথাও বসা হয়নি মেট্রো রেলেও সিট পাওয়া য
ায়নি তাই বসতে কার আপত্তিছিলো না। গল্প করতে করতে কখন যে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, ওদের কারও খেয়ালছিলো না, ইতিমধ্যে
সেই ট্রয় ট্রেন আরও বারকয়েক ওদের পেছনে দিয়ে ঘুরেগেছে। চার পাশের খালি বেঞ্চগুলো যখন নতুন রকমে ভরতে শু
করেছে,তখন অনিমেষ আর সমিতার মনে হল এবার ওঠা উচিত। আজকে সারা বিকেলে এতকম কথা বলেছে সমিতা যে প্রায় সার
াক্ষণ অনিমেষকে বকবক করেযেতে হয়েছে। অত দূরের দিকে তাকিয়ে থাকার কি হয়েছে প্রটাবার বার করেও কোন উত্তর পায়নি
অনিমেষ সমিতার কাছ থেকে। দু তিনটেভীড় বাস পালটে ওরা যখন ওদের বাড়ীর দু স্টপেজ আগে নামল তখন সাড়েসাতটা ব
াজছে। এরকমটাই নিয়ম। এখান থেকে সমিতা সোজা তার বাড়ী চলেযাবে, সমিতাদের দশটা বাড়ি পরেই অনিমেষের বাড়ি কিন্তু
অনিমেষ এখন যাবেতার ক্লাবে, প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরবে। এরপর কবে বেরোবেসমিতা পরের শনিবার তো? উত্তরটা যেভ
াবে আসবে জানা ছিলো অনিমেষের,হ্যাঁ শনিবার ঠিক তিনটেয়, সেই জায়গায় সেভাবে তো এবার এল না।আস্তেআস্তে মুখ ফের
াল সমিতা। অনিমেষ দেখল বর্ষার মেঘের মতোতা থমথম করছে, কিছু একটা বলবে মনে করেও পারছে না সমিতা। কী হয়েছেসমিত
া বল আমায়। কিছু বলার মতো কোন উদ্যম সমিতার ছিলো না, অস্পষ্টস্বরে ও এইটুকু বলেছিল, আজ শেষ বেড়ানোর আনন্দটা
নষ্ট করতে চাইনিঅনিমেষ। সবার কাছে আমি হেরে গিয়েছি, যদি পারো কোন দিন আমায় ক্ষমাকরে দিও। একটা ছোট্ট খাম
অনিমেষের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আঁকাবাঁকা জনসমুদ্রেহারিয়ে গিয়েছিল সমিতা। সেই খামটা পরে একসময় খুলেছিলো অনিমেষ,
সেটাহাতে লেখা একটা বিয়ের কার্ড তাতে সমিতা লিখেছিল, আগামী শনিবার আমারবিয়ে, তুমি আসবে তো?
অনিমেষ সমিতার বিয়েতেগিয়েছিল কিনা জানা নেই, তবে তারও মাসখানেক বাদে সমিতার দশটা বাড়ি পরেএক বাড়ীর মাথায় অ
াবার প্যাণ্ডেল টানানো হয়েছিল, সানাই বেজেছিল। সমিতাএকশ মাইল দূরে থেকেও তার খবর পেয়েছিল আর ভেবেছিল,
অনিমেষ কিসত্যিই তাকে ভালোবেসেছিল? তবে মাত্র একমাস যেতেই বিয়ে করে নিল কেন?